সিডনিতে চুরির উপদ্রব ও মুক্তির কিছু উপায়

আরিফুর রহমান খাদেম

স্কুল জীবনে শুনেছিলাম জাপানের রাস্তায় লক্ষ টাকা পড়ে থাকলেও নাকি কেউ এর দিকে আঁড় চোখে তাকাতো না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে আমার মনে হয়না এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে পাঁচ পয়সা পড়ে থাকলেও সেটাকে পাঁচ মিনিট পর সেখানে আবার দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের নৈতিকার এতটাই অবক্ষয় ঘটেছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য দশ টাকার জন্যও একজন আরেকজনের জীবননাশ করতে দ্বিধাবোধ করেনা। এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের জন্য বেশ নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হলেও, অষ্ট্রেলিয়ার মত শান্তিপ্রিয় দেশের জন্য বড়ই লজ্জাজনক ও ভয়ংকর।

সম্প্রতি সিডনির বিভিন্ন বাড়িতে ও ইউনিটে চুরির অভিযোগ লোকমুখে বেশ শুনা যাচ্ছে। গত এক বছরেই আমার ব্যক্তিগত পরিচিত প্রায় দশজনের বাসায় চুরি হয়েছে। যদিও যে কোনো সাবার্বেই চুরি হতে পারে, তাই কোনো সাবার্বই ১০১% নিরাপদ নয়। তবে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে সবচেয়ে বেশি চুরি সংঘঠিত হয় মিন্টো, ইঙ্গেলবার্ণ, ক্যাম্বেলটাউন, মাউন্ট ড্রুইট, ইস্টলেক, মাসকট ও এদের আশেপাশের সাবার্বে। তাছাড়া এ্যাশফিল্ড, ক্যাম্পসি, লাকেম্বা ও ওয়াইলি পার্কেও কিছু কিছু চুরির ঘটনা শুনা গেছে। এখানকার সাথে বাংলাদেশের চুরির ধরনে বেশ পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের চোরেরা ঘরে ঢুকে নগদ টাকা পয়সা ও স্বর্ণালংকারের পাশাপাশি টিভি, রেডিও, মোবাইল, ঘড়ি, ব্যাগ, কাপড়-চোপড়, জুতা, খাবার, এমনকি সম্ভব হলে ফ্রিজ পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, এখানকার চোরদের প্রধান লক্ষ্য থাকে স্বর্ণালংকারের দিকে। এর পাশাপাশি ক্যামেরা, লেপটপ, মোবাইল ও ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি। এখানের ঘরে কেউ নগদ টাকা রাখেনা বলে এ ভয় নেই। তবে আমার জানা মতে আমাদের দেশীয় একজন ব্যবসায়ীর ঘর থেকে কয়েক মাস আগে নগদ সত্তর হাজার ডলার চুরি হয়েছে। বিষয়টি অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব মনে হলেও পুরোপুরি সত্য।

বাংলাদেশে সাধারণত চুরি সংঘঠিত হয় রাতে, কিন্তু এখানে অধিকাংশ চুরি হয় দিনের বেলায়। তারা খালি ঘরে নিরাপদে চুরি করতে পছন্দ করে। এই চোরদ্বয়ের কেউই যে আমাদের দেশীয় নয় এটাও প্রায় নিশ্চিত। একই সাথে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা এ চুরির সাথে জড়িত তারা আশেপাশেই কোনো এক বাড়ির বা একই ভবনের অন্য কোনো ইউনিটের। এদের অধিকাংশের বয়স ১৬ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির মালিক বুঝতে পারেন কারা এ চুরির সাথে জড়িত ছিল। সন্দেহ বেশ প্রবল হলেও কারোরই কিছুই করার থাকেনা। চোরেরা বেশ কিছুদিন আপনার বাড়ি মনিটর করবে। আপনি দৈনিক কখন কাজে যান ও বাড়ি ফিরেন। আপনি হয়তো মঙ্গলবার থেকে শনিবার টেক্সি চালান এবং আপনার স্ত্রী সকালে বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে আসেন। ঠিক ওই মুহূর্তেই ঘটনা ঘটে এবং তাদের জন্য ওই ২০ থেকে ৩০ মিনিটই যথেস্ট।

এদেশের বাসা-বাড়িতে গ্রিল সিস্টেম না থাকায় চোরদ্বয় অনায়েসে কাঁচের দরজা বা বেস্টনী ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করতে

পারে। তাছাড়া ঢুকে স্লাইডিং জানালা ও জানালার ফ্লাইস্ক্রীন দিয়ে। অনেকেই দিনের বেলায় বাড়ির পেছনের দরজা খুলা রাখেন বলে ব্যক ইয়ার্ড দিয়েও তারা প্রবেশ করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তালা না ভেঙ্গেও তালা খুলে সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ চুরির অভিষাপ থেকে মুক্তির উপায় কি ? হায়াত মওতের মালিক স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হলেও, এ চুরির পেছনে ইন্ধন দাতা হচ্ছে স্বয়ং সয়তান। আর এ সয়তানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের আরও একটু সতর্কতা অবলম্বন ও কিছু কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেগুলো পালনে আমরা আমাদের অনেক মূল্যবান আমানত সদা হেফাজতে রাখতে পারব।

১। বাড়িতে একের অধিক উন্নতমানের এলার্ম সিস্টেমের ব্যবস্থা করা এবং নিশ্চিত করা যে ঘরে কেউ না থাকলে এলার্ম সবসময় অন্ আছে। অনেকের বাড়িতেই কমদামী ও নিম্নমানের এলার্ম থাকায় তা প্রয়োজনের সময় প্রায়ই কাজে আসেনা।

২। স্বর্ণালংকার ও মূল্যাবান কাগজপত্র ঘরে না রেখে ব্যাংকের লকারে রাখুন। বার্ষিক মাত্র ৬৫ ডলারের বিনিময়ে মোটমুটি আকারের বক্স কিছু কিছু ব্যাংকের লকারে গচ্ছিত রাখতে পারেন। তারপর প্রয়োজন অনুসারে এগুলো তুলে আনতে পারেন। কোনো অনুষ্ঠানে ব্যবহারের আগে এগুলো যখন ঘরে আনবেন অবশ্যই বিষয়টি গোপন রাখবেন এবং গুনাক্ষরেও ঘরের বাইরের কারো সাথে আলোচনা করবেন না। যে দুএকদিন জিনিসগুলো বাসায় রাখবেন, অবশ্যই বিশেষ যত্নে রাখবেন। আমার জানা মতে, এক ভাবী খামখেয়ালীপনা করে তার প্রায় ৪০ ভরি সোনা ঘরে রাখতেন, যা একদিন চুরি হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর আগে অন্য একটি ঘটনায় একজন মহিলা লকার থেকে প্রায় ৮৪ ভরি স্বর্ণ ঘরে আনার পর সে রাতেই এগুলো চুরি হয়ে যায়। ধারণা করা হয়েছিল এ কাজটি তাদের কোনো পরিচিতরাই করেছিল।

৩। বাড়িতে কাঁচের দরজা, জানালা বা বেস্টনীর পাশাপাশি গ্রিলের ব্যবস্থা করুন।

৪। নতুন বাড়িতে উঠার আগে দরজার সমস্ত তালা বদলে নিন। কারণ আপনার জানা নেই আপনার বাড়িতে অতীতে কারা থাকত। তাই যে কারো কাছে এই পুরাতন তালার চাবি থাকতে পারে।

৫। আপনার ছেলে-মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার আগে পাশের বাড়ির পরিচিত কাউকে বলে যান আপনার বাড়ির দিকে একটু নজর রাখতে।

৬। বাড়ির দরজায় সাইন আকারে লিখে রাখুন, no cash, jewelleries or valuables are kept on these premises.

৭। ক্যামেরা, লেপটপ ও এ জাতীয় ছোটখাট ইলেকট্রোনিক্স এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখুন যেখানে যে কেহ সহজে পৌঁছতে পারবে না। আপনার মালের নিরাপত্তা বিধানে আপনাকেই এ গুহার বা গুপ্ত স্থানের সন্ধান করতে হবে। তবে স্বর্ণালংকার অবশ্যই এ জাতীয় জায়গায় রাখা মোটেও নিরাপদ নয়। কারণ আধুনিকতার যুগে চোরদের চুরির কৌশলেও বেশ আধুনিকতা লক্ষ্যনীয়। তারা স্বর্ণালংকার ট্রেস্ করতে

ব্যবহার করে একধরনের ম্যাগনেটিক ইনডিকেটর; যা সহজেই স্বর্ণের অবস্থান নিশ্চিতভাবে বলে দিতে পারে।

৮। ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক কার্ড ও এ জাতীয় সকল কার্ড সবসময় নিজের সাথে রাখুন। ক্রেডিট কার্ডের স্টেটমেন্ট বিশেষ যত্নে রাখুন।

৯। এদেশে চোর হাতে নাতে ধরা পড়লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পুলিশের সহায়তায় পার পেয়ে যায়। তাছাড়া আইন নিজ হাতে তুলে নিলে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন। তাই এ বিষয়টি একা মোকাবেলা না করে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করুন। আপনাদের এলাকার চুরির ধরন, কখন কখন অধিকাংশ চুরি সংঘঠিত হয় ও সন্দেহভাজন লোকদের বিষদ বিবরণি তৈরি করে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং কর্তব্যরত মেয়র ও কাউন্সিলরের শরণাপন্ন হোন। সকলে মিলে একযোগে পদক্ষপ নিলে বিষয়গুলো চোরদের কানেও দ্রুত পৌঁছবে এবং তারা আপনি আপনিই গা ঢাকা দেবে।

১০। স্থানীয় পর্যায়ে এ বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোচন সভা, সেমিনার ও উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে; যা পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে হবে। আগামী বৃহস্পতিবার (২৬/১১/০৯) দুপুর ১২টা থেকে ৩ ঘটিকা পর্যন্ত মিন্টো কমিউনিটি লাইব্রেরির সারা রেডফার্ণ এজ্যুকেশন কমপ্লেক্স হলে এক ব্যাপক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এধরনের আলোচনা সভাকে অর্থবহ করতে স্থানীয় সকলকে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে সব ধরনের সমস্যা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা উচিত। তবে সভাটি উইকডের পরিবর্তে উইকএন্ডের একদিন হলে হয়তো অনেকের জন্য ভাল হত।

এখনই সময় এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; নইলে দিনের পর দিন জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে চুরির উৎপাত এমন পর্যায়ে যাবে, যার ভয়ে নিজ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। চোর পালানোর পর বুদ্ধি না বাড়িয়ে চোর পালানোর আগেই আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে কিছু ফ্রেশ ঘি ঢালা উচিত, যাতে পরে কোনো একসময় নিরুপায় হয়ে কাঁদতে না হয়।

arifurk2004@yahoo.com.au